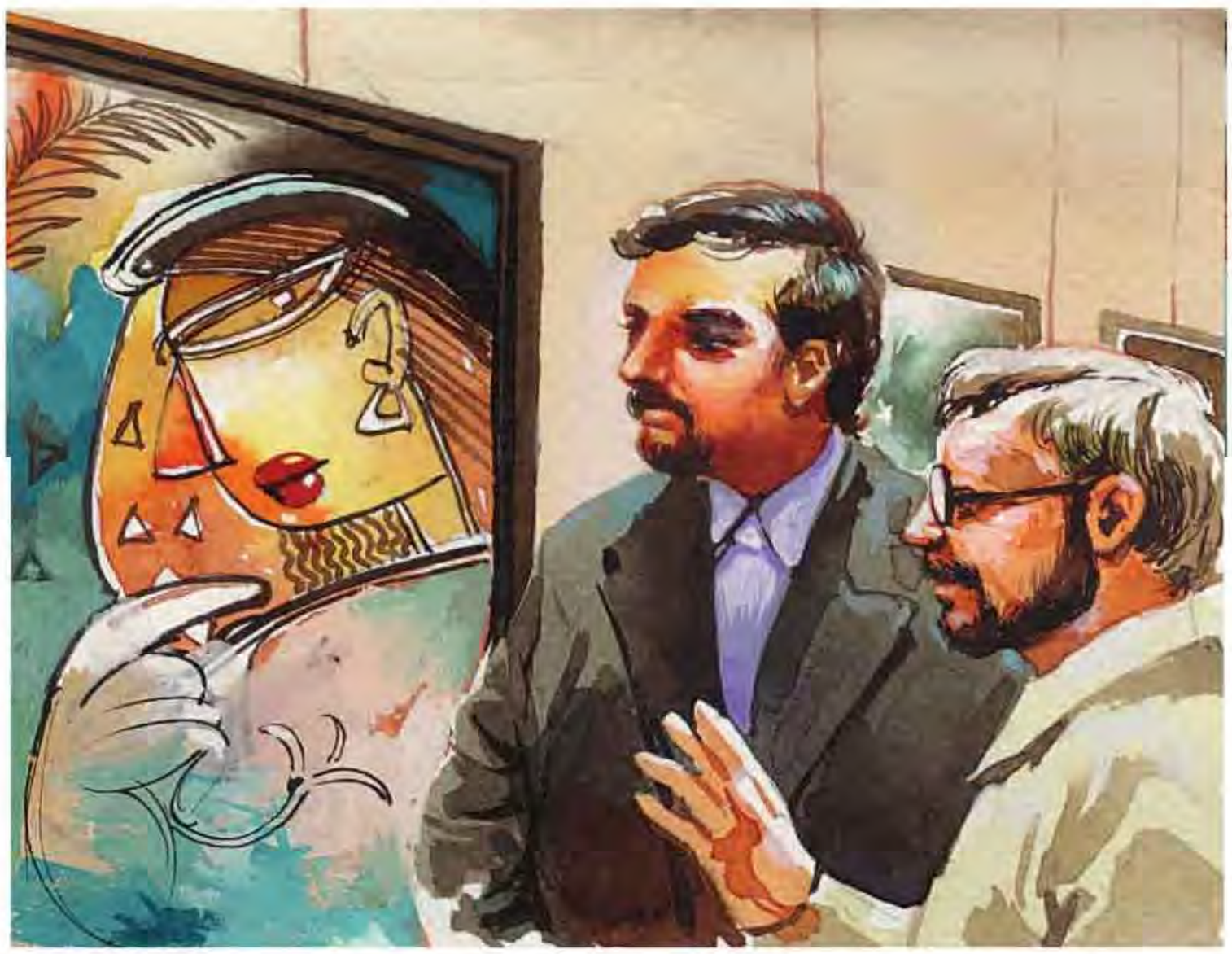

দীর্ঘদিন বাদে দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবরাজ সিংহরায়। উপলক্ষ অনেক দিন পর এ শহরে অনুষ্ঠিতব্য তার এগজ়িবিশন। এতদিন পর পা রাখল কলকাতায়, বন্ধুদেরও যতটা সম্ভব জানাতে সে উদগ্রীব। কিন্তু সবচেয়ে আগে সে যোগাযোগ করে তাঁর মেয়ে আঁচলের সঙ্গে। বাবার ফোন পেয়ে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মেয়ের। দেবরাজের এই আচরণে অসম্ভব ক্ষুব্ধ হয় মানসী। আঁচলকে ছেলেবেলা থেকে তো মানুষ করেছে তারাই, সে আর স্বামী শান্তনু। নিজের মেয়ে অলির সঙ্গে কোথাও কোনও প্রভেদ রাখেনি আঁচলের। তীক্ষ্ণ গলায় তার প্রশ্ন, দেবরাজ কি কোনও দিন কোনও দায়িত্ব নিয়েছে মেয়ের? শান্তনু অবশ্য তাকে থামানোর চেষ্টা করে এই বলে যে,দায়িত্ব না নিলে কি অধিকার মুছে যায়? তারপর.....

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এই মোহ মায়া

পর্ব ৩

ফুরফুরে মেজাজে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল দেবরাজ। নীচে স্ট্রিট লাইটের বাতি, খানিক দূরে লেকের অন্ধকারের আভাস, বাতাসে উত্তুরে হিমের আলগা ছোঁয়া, তেমন একটা উচ্চকিত আওয়াজ নেই কোথাও, সব মিলিয়ে শহরটা ভারী মনোরম এখন। সন্ধেবেলা পেগ দুয়েক হুইস্কি মাথাটাকে যেন আরও হালকা করে দিয়েছে।

কলকাতায় আসার পর থেকে দেবরাজের সময়টা মন্দ যাচ্ছে না। পরশু সন্ধেয় তো রূপরেখায় ভালই খাতির করল মমতা। রাত্রে একসঙ্গে ডিনার করার কথাও বলছিল। খুব একটা অনীহা ছিল না দেবরাজের, শরীরে তেমন জোশ পাচ্ছিল বলে রাজি হল না শেষমেশ। রাতে একটা চমৎকার ঘুম দিয়ে কাল সকাল থেকে দেহমন পুরো তরতাজা। প্রিভিউটাও কাল ভালই উৎরেছে। তিন তিনখানা ছবি হাতেগরম বিক্রি হয়ে গেল। এই মন্দার বাজারে তো শুভসূচনাই বলা যায়। প্রেসও তো প্রায় ঝেঁটিয়ে এসেছিল। দু'খানা টিভি চ্যানেলও এগজ়িবিশনটা কভার করে গেল। এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে দেবরাজ? সবচেয়ে আনন্দের কথা, একটা ইংরিজি খবরের কাগজে আজই বেরিয়ে গেছে তার ছবির রিভিউ। নির্মল না বিমল নামের চিত্রসমালোচকটি খুব একটা পাকামি করেনি। মোটামুটি দেবরাজের কথাগুলো আর ক্যাটালগটা মিলিয়ে মিশিয়ে স্তুতিবাক্যেই ভরিয়ে দিয়েছে আলোচনাটা। কৃতিত্বটা বোধহয় মমতারই, কিন্তু দেবরাজের প্রচারটা তো হল!

দুপুরে আজ একবার আর্ট কলেজে ঢুঁ মেরেছিল দেবরাজ। চিরন্তন তো বটেই, পুরনো আরও দু-চারজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল, আড্ডাও জমেছিল বেশ। এখানে এখন সকলেই রাজনীতি নিয়ে ভারী আলোড়িত, হুটহাট এর সঙ্গে তার তর্ক বেধে যাচ্ছে। কেউ সরকার পক্ষের সমালোচনায় মুখর, কেউ বা বিরোধীদের জঙ্গিপনায় উত্তেজিত। রাজনীতিতে কোনও দিন তেমন আকর্ষণ বোধ করে না দেবরাজ, তবে বন্ধুদের বাকবিতণ্ডা উপভোগই করছিল আজ। জোরাল হট্টগোলে যৌবনটাই যেন ফিরে আসছিল আবার। এই না হলে কলকাতাকে মানায়? মাঝে বড্ড ম্যাদামারা হয়ে গিয়েছিল, আবার বুঝি প্রাণ ফিরছে শহরটার। শুধু অসীমটার সঙ্গে যা দেখা হল না এখনও। অসীম নাকি এখন কষে রাজনীতি করছে, সেই উপলক্ষে গেছে যেন কোথায়। পারেও বটে।

"স্যর, খানা হাজির।"

বড় ঘর থেকে দিলীপের ডাক। দেবরাজ পায়ে পায়ে ফিরল অন্দরে। চোখ নাচিয়ে বলল, "কী এনেছিস আজ?"
"পরোটা, কষা মাংস আর হরিয়ালি কাবাব।"
"তোর সেই নতুন রেস্তরাঁ থেকে?"
"হ্যাঁ স্যর। ওদের খানা আপনার তো খুব পছন্দ হয়েছে।"
"হুম। ব্যাটারা রাঁধে ভাল। তবে রোজ রোজ আমায় এত রিচ খাবার খাওয়াস না। পেটের বারোটা বেজে যাবে।"
"ও বেলা তো আজ সেদ্ধভাতই খেলেন।"
"সেও তো ঘি মাখন দিয়ে।" দেবরাজ চেয়ার টেনে বসল, "কাল থেকে মাছ-টাছ নিয়ে আয়। সুনীতাকে বল, যেন পাতলা পাতলা করে রেঁধে দেয়। পারলে একটু ডাল-টালও..."
বলতে বলতে দেবরাজ আপন মনে হেসে ফেলল। তার এই ডাল-ভাত-মাছ প্রীতির জন্য কী ঠাট্টাটাই না করে পুনম! বলে, বাঙালি নাকি চামড়া বদলাতে পারে, কিন্তু জিভ তার বদলায় না। দেবরাজ অবশ্য ও সব বিদ্রুপ গায়ে মাখে না। স্রেফ গোবি-ছোলে-সরসোঁ কি শাক, আর মোটা মোটা রোটি-তড়কা খাওয়া পাঞ্জাবি তনয়া পুনম বাঙালি রসনার কী বোঝে?
সুরার ফাঁকা গ্লাস সিঙ্কে ধুয়ে টেবিল সাজানোয় মন দিয়েছে দিলীপ। ছোট্ট ক্রকারি কেস থেকে কোয়ার্টার প্লেট বার করে আজও নকশা বানাচ্ছে পেঁয়াজ-শসা-টোম্যাটোর। নাহ, এই ছোকরাকে মোটা টিপস দিতেই হয়। সাধে কী পুনম ফিরে গিয়ে পঞ্চমুখ ছিল!
দেবরাজ এক টুকরো শসা পুরল মুখে। চিবোচ্ছে কচকচ। তেরচা চোখে বলল, "এত সব কেতা তুই শিখলি কোত্থেকে?"
"একটা কেটারিং কোম্পানিতে পার্ট টাইম করছি স্যর। এখানে কেয়ারটেকার হিসেবে যা পাই, তাতে তো..."
"ভাল করেছিস। যা মাগ্গি গণ্ডার বাজার, শেয়ালের পলিসি ছাড়া তো টেঁকা মুশকিল।"
দিলীপ অর্থটা ঠিক বুঝল না বোধহয়। দু'খানা পরোটা তুলে দিল প্লেটে। হঠাৎই একটু ভীতু ভীতু গলায় বলল, "একটা কথা ছিল স্যার।"
"কী রে?"
"আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি।" দেবরাজ খাওয়া থামিয়া তাকাল।
দিলীপ ঘাড় চুলকোচ্ছে, "একদম বলতে ভুলে গেছি স্যর। এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজে এসেছিলেন। উনি নাকি বার বার চেষ্টা করেও ফোনে ধরতে পারছেন না।"
"স্বাভাবিক। ফোন নাম্বার তো পাল্টে গেছে।" সামান্য তাচ্ছিল্যের সুরে দেবরাজ বলল, "কে মহিলা?"
"সম্পর্কে বোধহয় আপনার বোন।"
এবার দেবরাজ চমকেছে, "বোন?"
"তাই তো বললেন। কী যেন নাম...! হ্যাঁ হ্যাঁ, বনানী সরকার।"
বনো! ছোড়দাকে তার এত কিসের দরকার পড়ল, যে একেবারে ফ্ল্যাটে এসে হানা?
দেবরাজ কপাল কুঁচকোল, "কেন খুঁজছে কিছু বলেছে?"
"না তো।"
"কবে এসেছিল?"
"তা ধরুন, দিন দশেক হবে।"
"বলেছিলি, আমি কলকাতায় আসছি?"
"তখন তো খবরটা পাইনি।"
দেবরাজ একটু ভাবনায় পড়ল। বনোর আকস্মিক আগমন মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বোনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বরাবরই কাঠে কাঠে। বনোটা বড্ড পিসিমা পিসিমা টাইপ। মানসীর সঙ্গে দেবরাজের ডিভোর্সটা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি বনো। কথায় কথায় শোনাত, "তোর দোষেই ভাঙল, তোর দোষেই ভাঙল...। আর্টিস্ট হয়ে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? যা ইচ্ছে করবি, যেমন খুশি চলবি, কোনও রাখঢাক থাকবে না..!" দেবরাজ কোনও কালেই লুকোছাপার মানুষ নয়। সে নিজের জন্য বাঁচে। এবং নিজের মতো করেই বাঁচতে চায়। আর এই ব্যাপারটাই বনোর একদম সহ্য হয় না। দেবরাজ আর পুনম যে বিয়েশাদি না করেই একত্রে বাস করছে, এতেও তো বনো ছোড়দার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। গত বছর দিল্লি গিয়ে কী বিশ্রী একটা সিন করে এল। শিমলা যাওয়ার পথে দিন কয়েক পাহাড়গঞ্জের হোটেলে ছিল, ফোনে হাই হ্যালোও করল, কিন্তু কিছুতেই দেবরাজের ডেরায় পা রাখল না। পুনম পর্যন্ত অনুরোধ করেছিল, তা সত্ত্বেও না। অথচ নিজের ধান্দার বেলায় তার অন্য রূপ। "টাবলু মাস্টার ডিগ্রিটা জে এন ইউতে করতে চায়, অ্যাডমিশন টেস্টে বসবে... তোর তো দিল্লিতে প্রচুর চেনাজানা... তোকে কিন্তু হেল্প করতে হবে ছোড়দা...!" সেই সেবার দেবরাজ যখন ফ্রান্স থেকে ফিরল, বিদেশে ছোড়দার

> দেবরাজ কোনও কালেই লুকোছাপার মানুষ নয়। সে নিজের জন্য বাঁচে। এবং নিজের মতো করেই বাঁচতে চায়। এই ব্যাপারটাই বনোর একদম সহ্য হয় না।

কেমন নামযশ হল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, অথচ প্রথম দর্শনেই চোখ চকচক। "আমার জন্য কী কী কসমেটিকস এনেছিস রে...!"
তা বনো তো এরকমই। গালমন্দ করবে, আবার নিজের স্বার্থে ছুটেও আসবে। ছোড়দা লম্পট, ছোড়দা মদ্যপ, ঝোড়দা আত্মসুখী, ছোড়দার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না, অথচ প্রয়োজন পড়লে ছোড়দার কাছেই যত বায়না। রক্তের সম্পর্কে এটাই বুঝি গেরো। দাবি আর অধিকারবোধের কোনও সীমারেখা থাকে না।
অন্যমনস্কভাবে পরোটা ছিঁড়ল দেবরাজ। টাবলুর ভর্তির পরীক্ষা তো এখনও বেশ কয়েক মাস বাকি, বনো কি এখনই উতলা হয়ে পড়ল? লাগাবে একটা ফোন? কত যেন নাম্বারটা? থাক গে, এখন তো আছে কয়েকটা দিন, সময় করে ঘুরে এলেই হবে।
খাওয়া সেরে দেবরাজ সিগারেট ধরাল। দিলীপ একটা কাচের ছোট ছাইদান বার করে দিয়েছে, হাতে তুলে দেখল পাত্রটা। পিঠে গর্তওয়ালা কচ্ছপ। প্রুশিয়ান ব্লু। আগে ছিল না এটা, পুনম কিনেছে বোধহয়। একা থাকলে সিগারেট একটু বেশিই খায় পুনম। দেবরাজ বেখেয়ালি মানুষ, হরবখত হাত থেকে জিনিস ভাঙে, পুনমের বস্তুটি সন্তর্পণে ব্যবহার করাই শ্রেয়।
ফের মাথায় বনানীর টোকা। ছেলে ছাড়া বনোর আগমনের আর কি কারণ থাকতে পারে? ফোনটা করেই ফেলবে? নম্বরটা সম্ভবত টু ফোর নাইন সেভেন...

তারপর আমেরিকার স্বাধীনতার বছর...
এই হল রক্তের টান। যতই বিরক্তি জমুক, দেবরাজ টানটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারে কই!
যন্ত্রের মতো মোবাইলটা তুলেছিল দেবরাজ, নিজেই বেজে উঠেছে চলভাষ। "কী রে, এসেছিস তাহলে?"
আরে, অসীমের গলা না? দেবরাজ আয়েসি মেজাজে হেলান দিল সোফায়, "ইয়েস বস। টেম্পোরারিলি ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান।
"উঁহু। বল, বনকি চিড়িয়া পুরনো খাঁচায়।"
"বেড়ে বলেছিস তো! হা হা হা।"
''আছিস তো ঠিকঠাক?"
"দেবরাজ সিংহরায় কখনও খারাপ থাকে না। এমনকি তোদের কলকাতায় এসেও হি ইজ হেইল অ্যান্ড হার্টি।"
"আমাদের কলকাতা? তোর নয়?"
"অবশ্যই না। আমি এখন পুরোপুরি দিল্লিওয়ালা।"
"বটে? তা তোর দিল্লির কী সমাচার? শীতে কাঁপছে?"
"অন্তত বিয়ার ফ্রিজে রাখতে হয় না।"
"পুনমকে এনেছিস?"
"আমরা তো কেউ কারওকে আনাআনিতে নেই ভাই। তাছাড়া সে এখন ড্রামা ফেস্টিভ্যাল নিয়ে দারুণ বিজি।"
"নতুন কিছু নামাচ্ছে নাকি?"
"সম্ভবত। ঠিক জানি না।"
"আশ্চর্য, কেমন একসঙ্গে থাকিস রে তোরা? কেউ কারওর খবর রাখিস না?"
"উই বিলিভ ইন অ্যাবসোলিউট প্রাইভেসি। একে অন্যের প্রফেশনাল স্ফিয়ারে নাক গলাই না। এবং সেই জন্যই বোধহয় রিলেশনটা টিকে আছে।"
"কী জানি রে ভাই, তোদের ব্যাপার স্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। লিভটুগেদারই হোক, আর যাই হোক, আছিস তো এক ছাদের নীচে। দু'জনে দু'জনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা শেয়ার করবি না?"
"সত্যি কি ওগুলো শেয়ার করা যায়?"
"তুই ব্যাটা এখনও সেই এক টাইপের রয়ে গেছিস।"
"কীরকম? বুনো ষাঁড়? পাগলা হাতি?"
"তার চেয়েও খারাপ। ক্যাডাভ্যারাস।"
"কী করা যাবে বন্ধু? এই বয়সে নিজেকে তো আর বদলাতে পারব না।" সেলফোনটা অন্য কানে নিল দেবরাজ। দু-এক সেকেন্ড থেমে থেকে বলল, "কোত্থেকে কথা বলছিস? মিউজিকের আওয়াজ পাচ্ছি যেন?"
"আমি এখন পার্ক স্ট্রিটের বারে নওলকিশোর। কাউন্টার থেকে বাতচিত চালাচ্ছি।"
"রাত দশটায় শুঁড়িখানায়? সঙ্গে বিধুমুখী-টুখি আছে বুঝি?"
"আমার কি তোর মতো ক্যালি আছে রে ভাই? এক পিস গাণ্ডুকে নিয়ে ফেঁসে আছি।"
"কে রে? মালটা কে?"
"শ্রীমান কপিধ্বজ দত্ত। রোজনামচার।"
কপিধ্বজকে বিলক্ষণ চেনে দেবরাজ। শান্তিনিকেতনে স্কুল না লাইব্রেরি কোথায় যেন চাকরি করত। নেশা ছিল নামী দামি লোকদের গা ঘেঁষে বসে থাকা। হরিপ্রসাদদাকে ধরে করে কাজ জুটিয়েছিল রোজনামচায়। ব্যাটা নাকি ক্লিপটোম্যানিয়াক। কার বাড়ি থেকে যেন ব্রোঞ্জের গণেশ চুরি করে ধরা পড়েছিল। একবার এক অখ্যাত কবির কবিতা নিজের নামে চাপিয়ে ধোলাই খেয়েছিল খুব। এখন সে মহা হেক্কড়, রোজনামচার শিল্প সংস্কৃতি পাতাটার কর্তা। কাল প্রিভিউতে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত ছিল। আসেনি। দেবরাজ কোনও কালেই ওই দু'নম্বরি মালকে পাত্তা দেয়নি বলেই কি...?
দেবরাজ হাসতে হাসতে বলল, "তা তুই ওর সঙ্গে কেন?"
"আর বলিস না, একজনের পাল্লায় পড়ে...। উৎপলকে মনে আছে?"
"কোন উৎপল? ঘোষ? আমাদের পরের ব্যাচের?"
"না। সেন উৎপল। ডান্সট্রুপের পাণ্ডা। ওর শালিটা ভাল নাচে। ওড়িশি। রোজনামচায় শ্যালিকার একটা ভাল রিভিউয়ের জন্য কপিধ্বজকে ধরেছে। আমি জাস্ট মিডিয়াম। উৎপল এখন গাণ্ডুটাকে মাল খাওয়াচ্ছে, আমি শুধু সঙ্গ দিচ্ছি।"
এবং নিজের লাইনটাও একটু ঝালাই করে নিচ্ছ, অ্যাঁ? দেবরাজ মনে মনে বলল। কাজটা অবশ্য দোষের কিছু নয়। দিল্লিতেও তো একই রেওয়াজ। এ ধরনের জনসংযোগ দেবরাজের বিলকুল না-পসন্দ। তবে এই নিয়ে ঠাট্টাতামাশা জোড়াও তো শোভন হবে না। অসীম তার আর্ট কলেজের সহপাঠী, সেই কবেকার বন্ধু। এক সময়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা একটা গ্রুপও করেছিল। নিউ হরাইজন। কিন্তু এই মধ্যবয়সে পৌঁছে তার মুখফোড় মন্তব্য অসীমের পছন্দ নাও হতে পারে। জীবনে বন্ধু তো কমেই এসেছে, শত্রু বাড়িয়ে কী লাভ।
দেবরাজ হালকা চালে বলল, "আমাকে কিন্তু তুই খুব ঝুল দিলি।"
"কেন?"
"ভেবেছিলাম, প্রিভিউতে তুই থাকবি। তোর বাড়িতে ফোন করে শুনলাম, তুই নাকি মেদিনীপুর গেছিস।"
"উঁহু। চণ্ডীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে। শুনেছিস নিশ্চয়ই, ওদিকে জমি নিয়ে স্টেট গভর্নমেন্ট ভার্সেস লোকাল পিপল একটা ফাইট চলছে।"
"ওরে বাবা, কলকাতায় ঢোকার পর থেকে তো ওই শুনতে শুনতেই কান পচে গেল। তা তুই ওই সব বখেড়ায় কেন?"
"সারাটা জীবন শুধু ছবি এঁকে আর নোট কামিয়ে কাটিয়ে দেব? শিল্পী হিসেবে আমার সামাজিক দায়িত্ব নেই?"
"কিন্তু তুই তো কোনও কালেই রাজনীতি-ফাজনীতিতে ছিলি না?"
"এখনও নেই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটু চেষ্টা করছি, এই যা। বার বার ওদের কাছে ছুটে যাচ্ছি, সাধ্যমতো ওদের সাহস জোগাচ্ছি, প্রয়োজনে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ফোঁসও করছি...। রাজ্যের এখন ঘোর দুঃসময়। সাধারণ মানুষের অধিকার বিপন্ন। এই সময়ে যদি সুখী গৃহকোণে মুখ গুঁজে লুকিয়ে থাকি, তাহলে বেঁচে থাকাই তো বৃথা।"
"তুই তো জ্বালাময়ী ভাষণ শুরু করে দিলি রে।''
"ঠাট্টা করছিস? আমার সঙ্গে চল একদিন, স্বচক্ষে দেখ ওদের অবস্থা... তখন তুইও..."
"রক্ষে করো। আমি আমার ভুবনে খাসা আছি। সুরা, নারী আর ইজেলে তুলি বুলিয়েই এ জীবনটা আমার তোফা কেটে যাবে।"
ও প্রান্ত ক্ষণকাল নিশ্চুপ। ফের স্বর ফুটেছে, "তা তোর প্রিভিউ কেমন হল?"
"নট ব্যাড। ও-কে।"

"মম্‌তাকে ট্যাক্টফুলি ডিল করিস। মহিলা মহা ধুরন্ধর। মাত্র আড়াই তিন বছরে গ্যালারিটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।"
"জানি। ফ্যান্টাসটিক এগজিবিশন করেছিল। ট্রাইবাল আর্ট নিয়ে। দিল্লির পেপারেও কভারেজ দিয়েছিল।"
"তখন গোটা ইন্ডিয়া ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ছবি কালেক্ট করেছে ওই মহিলা। তার থেকেই তো ওর উত্থান।"
"রেপুটেশন তৈরি করেছে বলেই না এদের প্রোপাজালে ইন্টারেস্ট দেখালাম।" গলা অনাবশ্যক ভারী করল দেবরাজ। যেন তার ছবির মান স্বরের ওজনের ওপর নির্ভরশীল। ও প্রান্তের প্রতিক্রিয়ার জন্য তিলেক অপেক্ষা করে বলল,"কাল ইভনিংয়ে ফ্রি আছিস তো?"
"কেন রে?"
"আমার ফ্ল্যাটে চলে আয়। পরশু তো আমার ওপেনিং তাই অনেককে ডেকেছি। জমিয়ে নরক গুলজার করব।"
আবার ও প্রান্তে ক্ষণিক নীরবতা। তারপর অসীম বলল, "যাব। তোকে বুঝিয়েই আসব, আমরা কী করছি।"
"দেখিস, পার্টিটা মাটি করিস না।"
ফোন রেখে স্থির বসে রইল দেবরাজ। বনানী উবে গেছে মাথা থেকে। আলগা দৃষ্টি আটকেছে দেওয়ালে আঁকা নিজের ছবিটায়। দেখছে নগ্ন নারীদেহের রঙিন উদ্ভাস। আপনাআপনি দেবরাজের ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল। নারী। তার নেশা। তার আবেগ। রিপু। নিয়তি। নারী তাকে সুখ দিয়েছে, আবার নারীই তাকে বিষণ্ণ করেছে। দেবরাজের আজ যেটুকু সাফল্য, যতটুকু স্বচ্ছলতা, তার পিছনেও তো ওই নারীই।
মানসীর সঙ্গে দেবরাজের বিয়েটা ছিঁড়েছিল চন্দ্রিমার কারণে। মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত এক বুনো আকর্ষণ ছিল, জন্তুর মতো তাকে আঁচড়ে কামড়ে ভালবাসত চন্দ্রিমা। ডিভোর্সটা হতে না হতেই সেই চন্দ্রিমার মূর্তি বদলে গেল আমূল। আজব আব্দার, তক্ষুনি তাকে বিয়ে করতে হবে! অর্থাৎ ঘোমটা টেনে সতীসাবিত্রী হতে চায়, আঁচলের খুঁটে বাঁধতে চায় দেবরাজকে। সিনেমায় ছুটকো ছাটকা রোল করত চন্দ্রিমা, দেবরাজের জন্য সেই ছায়াছবির জগতকেও সে বিসর্জন দিতে রাজি। কিন্তু কাঁহাতক ওই মস্তিষ্কবিহীন, দেহসর্বস্ব,বোদা মেয়েটাকে সহ্য হয়!
আচমকা সুযোগ জুটে গেল পালানোর। ফ্রেঞ্চ স্কলারশিপ পেয়ে দেবরাজ পাড়ি জমাল নিসে। সেখানে পিয়েরে ক্লেমোঁর ছত্রচ্ছায়ায় শিক্ষানবিশী করার সময়ে জীবনে মারিয়ানের আবির্ভাব। ভূমধ্যসাগরীয় নীল আঁখি, সোনালি চুল অপরূপ এক দেবকন্যা। প্রথম দর্শনেই প্রেম। মডেলিং করত মারিয়ান, একের পর এত ধনী ক্লায়েন্টদের বাড়িতে ম্যুরালের কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল দেবরাজকে। স্কলারশিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও মারিয়ানের ভরসায় দেবরাজ বছর তিনেক রয়ে গেল ফ্রান্সে। তবে সেই মেয়ে পাকাপাকি বাঁধা পড়ার পাত্রী নয়, দেবরাজেরও বন্ধন সয় না, সহজভাবেই দু'জনে একদিন দাঁড়ি টেনে দিল সম্পর্কে। ইউরোপে আর মনও টিকছিল না দেবরাজের, শিকড় তাকে টানছিল, অতএব জমানো টাকাকড়ি নিয়ে, পাততাড়ি গুটিয়ে, সোজা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অভিজ্ঞতার পুঁজি আছে তার ভাঁড়ারে, টুসকি বাজিয়ে সে কলকাতাকে জয় করবে!
কিন্তু হায়, এ শহর দেবরাজকে আর সেভাবে গ্রহণ করল কই? পর পর দুটো প্রদর্শনী করল, দুটোই সুপার ফ্লপ। ঠিক ঠিক জায়গায় লাইন করতে পারলে হয়তো কিছুটা হলেও সাফল্য আসত। তবে দেবরাজের এক গোঁ... কাউকে তেল মারব না, নিজের ঢাক নিজে পেটাব না...! কিছুতেই মানল না, ক'বছর চোখের আড়াল হয়ে সে তখন শহরের শিল্পরসিক মহল থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে, একটু আধটু ধরাকরা না করলে সে ফের জমি পাবে কেন?
তবু বেশ কিছুদিন একবগ্গার মতো লড়াইটা চালিয়েছিল দেবরাজ। দাদা বউদির আটপৌরে গেরস্থ সংসারে বাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠছিল, সঞ্চয় ভেঙে কিনে ফেলল এই ফ্ল্যাটখানা। বাসস্থান কাম স্টুডিও। প্রাণভরে ছবি আঁকছে, কিন্তু নো বিক্রি। শেষে আঁকার টিউশনি করে পেট চালাতে হয়, প্রায় সেই দশা।
এমত গহ্বর থেকেও তাকে উদ্ধার করল এক নারী। দিল্লির এক ফ্যাশান ম্যাগাজিনের এডিটর লতা ভার্গব। এসেছিল কলকাতাসুন্দরী বাছাইয়ের বিচারক হয়ে, অ্যাকাডেমিতে ছবি দেখতে গিয়ে দেবরাজের প্রেমে হাবুডুবু। লতা তাকে প্রায় হরণ করে নিয়ে গেল রাজধানীতে। রূপের চটক ছিল লতার, পরিচিতির জগৎটাও বিশাল। ব্যবসা-রাজনীতি-শিল্পমহলের অনেক রথী মহারথীর সঙ্গে তার ওঠাবসা। দেবরাজ মজা করে বলত, শোওয়াবসা। হ্যাঁ, শরীর নিয়ে কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল না মিসেস লতা ভার্গবের। তা সেই লতার চেষ্টাতেই পায়ের নীচে খানিকটা মাটি পেল দেবরাজ। ছবির একটা বাজার তো মিললই, জুটল আরও

> দেবরাজের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। নারী তার নেশা। তার আবেগ। রিপু। নিয়তি। নারী সুখ দিয়েছে তাকে, নারীই তাকে বিষণ্ণ করেছে।

নানান ধরনের কাজ। দিল্লিতে তো মেলা, প্রদর্শনী লেগেই থাকে, সেখানে সরকারি বেসরকারি প্যাভিলিয়নের অন্তর্সজ্জা, হরেক কিসিমের দেওয়াল চিত্র নির্মাণ...।
জীবনে পুনম আসার পর লতার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ। তবে পুরোপুরি মরেনি। বহতা ধারায় জল নেই, আছে বালি। হয়তো বা কিছুটা কাদাও। ঘৃণা আর ভালবাসার মিশ্রণে মজে আসা সেই সম্পর্কের চেহারা একটু বা অপ্রাকৃত। তা সে যেমনই হোক না কেন, সব কিছু মিলিয়ে দেবরাজ তো খারাপ নেই। আর এক নারী মম্‌তার দৌলতে কলকাতার প্রদর্শনীটাও ভালই উৎরবে মনে হয়। আঁচল বলেছে, ওপেনিংয়ের দিন আসতে পারে। সেও তো এখন এক নারী। তার সঙ্গে দেখা হলে দেবরাজের কলকাতা আসাটা ষোলো আনা সার্থক হয়।
দেবরাজ আর একটা সিগারেট ধরাল। যদি আরও ক'টা ছবি বিক্রি হয়, তাহলে দিল্লি ফিরে প্রথম কাজ হবে গাড়িটা বদলানো। পাক্কা পাঁচ বছর হয়ে গেল, কেমন যেন পুরনো লাগে, স্টিয়ারিংয়ে বসে তেমন সুখ নেই। এবার কি টয়োটার কোনও মডেল নেবে? নাকি হন্ডাতেই থাকবে? হঠাৎ নিজের মনে হো হো হেসে উঠল দেবরাজ। এই সব ভাবনা ছেড়ে অসীম কিনা তাকে দেশোদ্ধারে ভেড়াতে চায়। কাল দেবরাজের মগজ ধোলাই করবে? হা হ।

অলংকরণ: কুণাল বর্মন

ক্রমশ